CS (Main) Exam : 2014

C–DRN–N–DFOC

BENGALI

(Compulsory)

Time Allowed : Three Hours *Maximum Marks : 300*

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

All questions are to be attempted.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in **BENGALI (Bengali Script)** unless otherwise directed in the question.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to and if answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks may be deducted.

Any page or portion of the page left blank in the answer book must be clearly struck off.

Q.1. **নিম্নোক্ত যে কোনো একটি বিষয়ে অনধিক 600 শব্দে একটি রচনা লিখুন :—** **100**

Q. 1(a) রাজনীতিতে মেয়েদের ভূমিকা

Q. 1(b) চীনা অর্থনীতির বিকাশকে কি ভারতের ভয় করা উচিত ?

Q. 1(c) ভারতীয় সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের গ্রাহ্যতায় বৃদ্ধি।

Q. 1(d) কঠোর আইন প্রণয়ন করে কি নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা যায় ?

Q.2. **নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি ভালোভাবে পড়ুন এবং অনুচ্ছেদের পরে যেসব প্রশ্ন দেওয়া আছে, তাদের উত্তর স্পষ্ট ও শুদ্ধ নিজস্ব ভাষায় লিখুন :—** **12×5=60**

বৈশ্বিক স্তরে মানুষের অভিবাসন বহু শতাব্দি আগে শুরু হয়েছিল যখন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নানা কারণে যেতে শুরু করেছিল। যেমন : চারণভূমি বা কর্ষণযোগ্য জমির সন্ধান, একনায়কতন্ত্র বা অত্যাচার থেকে পলায়ন, নিজস্ব বিশ্বাস বা প্রকাশের স্বাধীনতার খোঁজ অথবা শুধুমাত্র আপন ভ্রমণ পিপাসার তাড়না। যাত্রাপথে বা নতুন বসতিতে তারা আপন সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দেয় যা ঐ অভিবাসীরা নিজেদের সাংস্কৃতিক সম্পদ হিসেবে সঙ্গে নিয়ে আসে। অন্য যেসব জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে ঐ যাত্রাপথে তাদের সংযোগ হয়, যুদ্ধ বা বাণিজ্য বা বৈবাহিক সম্পর্ক বা সাধারণ উদ্যোগের মধ্য দিয়ে দেওয়া-নেওয়া চলতে থাকে। শুরুতে থাকে উত্তেজনাময় সংঘর্ষপ্রবণ একটি পর্যায়, তারপর কিছুকাল পেরিয়ে গেলে শান্ত বাতাবরণ দেখা দেয় এবং শান্তির পর্যায়ে শিল্পকলা ও কারুবিদ্যা ক্রমশ সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে। দেওয়া এবং নেওয়া হয়ে ওঠে সম্পর্কের সংহিতা। মুক্ত পরিবেশে কোনো সংস্কৃতির আধিপত্য ছাড়াই প্রতিটি গোষ্ঠী গড়ে তোলে বহু উপাদানে গঠিত সমাজ। সেইজন্যে মঙ্গোলিয়ার জনগোষ্ঠী হয়তো বা সাগর পেরিয়ে পাড়ি দিয়েছিল আলাস্কায়, অ্যাংলো-স্যাক্সন গোষ্ঠী ব্রিটেনে গিয়েছিল। আর,

তেমনই সম্ভবত মোজেস নির্বাচিত মানুষদের ক্যানান দেশে বা দৈব-প্রতিশ্রুত ভূমির খোঁজে সঞ্চালিত করেছিলেন। হয়তো বা এইজন্যে কলাম্বাস ইউরোপের জাতিগুলিকে বিশ্ব-পর্যটনে বেরিয়ে পড়তে প্রেরণা দিয়েছিলেন। তখনই উপনিবেশ স্থাপন হয়ে উঠল অন্য দেশ ও সংস্কৃতিকে জয় করার কৌশল এবং পরাজিত জাতিগুলির উপর জয়ীপক্ষের আধিপত্য কায়েম করার পদ্ধতি। ইদানীং ব্যবসা-বাণিজ্যই এক দেশ থেকে অন্য দেশে জনগোষ্ঠীর বিপুল হারে অভিবাসনের খুব জোরালো কারণ। এই সবই আসলে সাংস্কৃতিক মিশ্রণের দৃষ্টান্ত। প্রতিটি গোষ্ঠী পূর্বপ্রজন্মের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সহজাত বোধ ও প্রাচীন উৎসভূমির জন্যে স্মৃতিপীড়া কিছু সময়ের জন্যে সংরক্ষণ করে। কিন্তু দেয়া-নেয়া ভিত্তিক সংশ্লেষণের ফলে এক বা দুই প্রজন্ম পরে পুরোনো রীতির প্রতি আনুগত্যের খুব সামান্য চিহ্নই অবশিষ্ট থাকে। হয়তো বা আরও এক শতাব্দি পরে, এই ভবিষ্যৎবাণী সম্ভবত করাই যায়, পৃথিবীর বাসিন্দারা পুরোনো আঞ্চলিক পরিচয় অটুট রাখা খুব কঠিন বলেই বুঝতে পারবে। কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে আপনি যেখানেই থাকছেন তা আপনারই অঞ্চল হয়ে উঠছে। নতুন জায়গার গাছপালা-ফুল-জীবজন্তুর সঙ্গে আপনি একই সুরে গাঁথা হয়ে যাচ্ছেন। স্থানিকতা মিশে যাচ্ছে বিশ্বপরিসরে। খুব কম লোকই সেখানে থাকবে যে তার পুরোনো পরিচয় আঁকড়ে রাখবে। নতুন পরিস্থিতি সর্বত্র সমাজ-সংস্থাকে আগপাশতলা পালটে দেবে। ইতিমধ্যে ত্রিশঙ্কু-প্রজন্মগুলি সম্মুখপানে তাকাতে শুরু করেছে; হারিয়ে যাওয়া আত্মপরিচয় মন্থনের আবেগ থেকে ওরা মুক্ত। কোনো পুরুষ বা নারী কিংবা কোনো সংস্কৃতি বেশিক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারে না। কেন্দ্রাতিতা ও কেন্দ্রাভিগ শক্তিগুলি হয়তো কিছু সময়ের জন্যে সক্রিয় থাকতে পারে। অসংখ্য প্রজন্ম হয়তো বা প্রত্যেক একক নাগরিকের উদ্দীপক অস্তিত্বের জন্যে নিরন্তর প্রার্থনা জানিয়েছে; সেই ব্যক্তিসত্তা আপাতভাবে আপন বিশ্বাসভূমিতে নিরাপদ যেন বহিরাগত সমস্ত প্রভাবকে প্রতিরোধ করার মতো দুর্ভেদ্য দুর্গ তার অধিগত। তবু আমরা এখন খুব ভালোভাবেই জানি, ঐ ব্যক্তিসত্তা খুব সংবেদনশীল হয়েও কত আঘাতের মুখোমুখি, বহুরন্ধ্রময় এবং অযাচিত প্রতিক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে কত গ্রহিষ্ণু; কত স্বাধীনচিত্ত অথচ একই সঙ্গে কত নির্ভরশীল। আমাদের 'জিন', 'ডি.এন.এ.', 'আর.এন.এ.' ইতিমধ্যে যান্ত্রিকভাবে পঞ্জীকৃত হয়ে গেছে; আগে কী কী ঘটেছে তা প্রতিটি স্নায়ু স্মৃতিকোষে ধারণ করে। অন্যেরা কী ভাবছে কী বলছে কী করছে, আমাদের শরীর ও মন এবং আধ্যাত্মিক সত্তা সেইসব কিছু দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। অজ্ঞতাই ভয়ের জন্ম দেয়, ভয় জন্ম দেয় ঘৃণাকে, ঘৃণা আত্মবিশ্বাস ধ্বংস করে এবং তা থেকে আসে ক্ষয় ও বিনাশ। সুদূর অতীতে বহু প্রাচীন সংস্কৃতির অবসান হয়তো এধরনে হয়েছিল। বাঁচতে হলে অপর অস্তিত্বকে নিজের মধ্যে শুষে নিতে হবে। এমন কী সেই অপর যদি নরকও হয়, তবু !

প্রশ্নাবলী :

Q. 2(a) নতুন বসতি স্থাপনের সময় সেখানকার জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অভিবাসী মানুষেরা প্রথম কীভাবে ব্যবহার করেছিল ? 12

Q. 2(b) প্রাচীনকালে জনগোষ্ঠীর অভিবাসনের কারণগুলি কী ছিল ? অভিবাসনের এইসব কারণ সাম্প্রতিক কালের অভিবাসনের কারণ থেকে কীভাবে আলাদা ? 12

Q. 2(c) কীভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতি একে অন্যের সঙ্গে মেশে ? 12

Q. 2(d) বহুপ্রাচীন সংস্কৃতি কীভাবে বিনষ্ট হয়েছিল ? 12

Q. 2(e) লেখক কেন বলেছেন যে কোনো সংস্কৃতির পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে থাকা সম্ভব নয় ? 12

Q.3 নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটির সারমর্ম মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ পরিসরের মধ্যে লিখুন। কোনো শিরোনাম দেবেন না :— **60**

আমরা যখন কোনো চাকরির জন্যে দরখাস্ত দিই এবং সংক্ষিপ্ত আত্ম-পরিচয়ও দিই, সাধারণতঃ নিজেদের অভিজ্ঞতা, প্রেক্ষিত ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সমস্ত ভালো দিকগুলি উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপিত করতে চাই। জীবনের পথে যত কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে, অধিকাংশ মানুষই সেইসব লুকিয়ে রাখে এবং নিজেদের বিরাট কৃতিত্বগুলি জাহির করে। নিয়োগকর্তারা যখন ঐসব আত্মপরিচয় পড়েন, প্রায়ই তাঁদের মনে হয়, প্রত্যেকেই যেন এজগতের মহত্তম ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দিচ্ছে। চাকরি পাওয়ার জন্যে আমরা নিজেদের উজ্জ্বলতম আলোয় উদ্‌ভাসিত করে তুলি। পার্থিব ব্যাপারে এটাই সর্বজনীন প্রবণতা।

এবিষয়ে খেলার জগৎ থেকে একটি সত্য কাহিনী লেখা যেতে পারে। কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দল দৌড় অনুশীলন করে নিজেদের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন 'লাইনম্যান'-এর অবস্থান নিয়েছিল। বিশালকায় এই খেলোয়াড়টির দায়িত্ব ছিল বিপক্ষের অগ্রগতি প্রতিরোধ করা এবং তাকে দলের দ্রুততম 'লাইনম্যান' হিসেবে গণ্য করা হ'ত। একদিন সে কোচের কাছে গিয়ে অনুমতি চাইল, দ্রুততম গতিসম্পন্ন 'ব্যাক' অবস্থানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে সেও যেন পূর্ণবেগে অল্পদূর দৌড়ানোর অনুশীলন করতে পারে। কোচ তাকে অনুমতি দিলেন।

লাইনম্যানটি প্রতিদিন ঐ দৌড় অনুশীলন করতে লাগল এবং প্রতিদিনই সবার শেষে লক্ষ্যে পৌঁছাল। যদিও সবদিন সে হারতে থাকল, দ্রুততম 'ব্যাক' খেলোয়াড়দের সঙ্গে দিনের পর দিন ধরে তার অনুশীলন অব্যাহত রইল। এটা অবশ্য প্রত্যাশিতই ছিল কেননা লাইনম্যানদের সাধারণভাবে পূর্ণবেগে অল্পদূর দৌড়ানোর দক্ষ 'ব্যাক'দের সমান গতিসম্পন্ন কখনওই ভাবা হয় না।

কোচের মনে হ'ল, বিষয়টি অদ্ভুত এবং নিজেকেই তিনি প্রশ্ন করলেন, 'দলের সর্বশ্রেষ্ঠ দৌড়-কুশলীদের সঙ্গে এই খেলোয়াড়টি কেন অনুশীলন করতে চাইছে এবং সবদিনই শেষে পৌঁছাচ্ছে। অথচ সে তো অন্য লাইনম্যানদের সঙ্গে দৌড়াতে পারত এবং তাদের মধ্যে দ্রুততম হ'ত ?'

কিছুদিন কোচ ঐ তরুণকে লক্ষ করলেন এবং বহুদিন ধরে ক্রমাগত হারতে থাকার পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন; 'তুমি কি অন্য লাইনম্যানদের সঙ্গে দৌড় অনুশীলন করে জয়ী হতে চাও না ? ব্যাকদের সঙ্গে বারবার দৌড়ে হেরে যাওয়ার চেয়ে সেটাই কি ভালো নয় ?'

কিন্তু তিনি খেলোয়াড়টির জবাব শুনে বিস্মিত হলেন। ঐ তরুণটি বলল, 'আমি তো এখানে লাইনম্যানদের দৌড়ে হারাতে আসিনি। আমি ভালোভাবেই জানি, তা আমি করতে পারি। কীভাবে দ্রুততর গতিতে দৌড়ানো যায়, আমি তা শিখতে চাইছি। স্যার, যদি আপনি লক্ষ করে থাকেন, এখন আমি প্রতিদিনই একটু-না-একটু কম ব্যবধানে ব্যাকদের কাছে হারছি!'

এই কাহিনীতে লুকিয়ে রয়েছে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির রহস্য। অথচ জাগতিক কাজে আমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে জাহির করতে চাই। যখন আধ্যাত্মিক কাজের প্রসঙ্গ আসে, আমরা আসলে কী তা ঈশ্বরের কাছে লুকিয়ে রাখতে পারি না। আমাদের উন্নতি তো ঈশ্বরের কাছে পাতা-খোলা বই। আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্যে ঈশ্বরের যে করুণা আমরা লাভ করি, তা আন্তরিক চেষ্টার ওপর নির্ভরশীল। পরমস্রষ্টার কাছ থেকে আমাদের আধ্যাত্মিক অর্জন ও ব্যর্থতা সম্পর্কিত সত্য আমরা লুকিয়ে রাখতে পারি না।

ফুটবল খেলোয়াড়টি বুঝেছিল যে অতীত গৌরবে রুদ্ধ থেকে তার কোনো বিকাশ হবে না। সে জেনেছিল, নিজেকে প্রত্যাহ্বান জানিয়েই কেবল তার উন্নতি হতে পারে। দৌড়ের ক্ষেত্রে নিজের দুর্বলতা লক্ষ করেই সে আত্মবিকাশের উপায় খুঁজে নিয়েছিল। ঈপ্সিত ক্ষেত্রে তার তুলনায় যারা শ্রেষ্ঠ, নিজেকে তাদের সঙ্গে অভিন্ন অবতলে নিয়ে সে আসলে নিজের দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করে নিচ্ছিল যাতে সেইসব কাটিয়ে উঠা যায়। সে চাইছিল নিরন্তর বিকাশ, পুরস্কার ও প্রশংসা নয়।

ঐ ফুটবল খেলোয়াড় লক্ষ করছিল অন্য দৌড়-কুশলীরা কী করছে এবং তাদের দেখেই সে আপন সামর্থ্য বাড়ানোয় অভিনিবেশ দিচ্ছিল। যতবারই হারছিল, সে বুঝে নিচ্ছিল পরের বার এর চেয়ে ভালো অবস্থায় যাওয়ার জন্যে তার কী করা প্রয়োজন। এই করেই পরবর্তী দিনটিতে তার হারের মাত্রা একটু হলেও কমে যাচ্ছিল। আমরা যখন নিজেদের ব্যর্থতার দিকে তাকাই, আমরা জেনে নিই, পরের দিন আরো ভালো করার জন্যে কী আমাদের করণীয়। তখন, আন্তরিক চেষ্টার ফলে, বিগত দিনের চেয়ে আজকের দিনে তুলনামূলক ভাবে কম ব্যর্থতা হবে। কিছু সময় পরে আমরা শেষ পর্যন্ত এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছাব যখন আমরা যথার্থই উন্নতি করেছি এবং অর্জন করব ব্যর্থতা-শূন্য অবস্থান।

আমাদের ভুল-ভ্রান্তি তো সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারি না। ঈশ্বর চান, ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠার জন্যে আমরা যেন সৎভাবে চেষ্টা করে যাই। ঈশ্বর যখন দেখেন, অজস্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা নিজেদের ব্যর্থতা সৎভাবে পর্যালোচনা করার জন্যে চেষ্টা জারি রেখেছি, আমাদের আন্তরিকতা তাঁর অনুমোদন লাভ করে। ঈশ্বর তখন করুণা ও আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। এভাবে, যদি আমাদের আত্মসংঘর্ষ তবুও অব্যাহত থাকে, আমরা সহায়তা পাই। আমাদের ভুল-ত্রুটি জয় করার জন্যে ঈশ্বর শক্তি যোগান দেন যাতে সব আগাছা উপড়ে ফেলে আমরা অভ্যুদয়ের পথে যাত্রা করতে পারি।

(330 Words)

Q.4. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি <u>বাংলা</u> ভাষায় অনুবাদ করুন :— 20

Most people involved in the film production industry know that there is a constant evolution. The change is in the way movies are made, discovered, marketed, distributed, shown, and seen. Following independence in 1947, the 1950s and 60s are regarded as the 'Golden Age' of Indian cinema in terms of films, stars, music and lyrics. The genre was loosely defined, the most popular being 'socials', films which addressed the social problems of citizens in the newly developing state. In the mid-1960s, camera technology revolutionized the documentary method by enabling the synchronized recording of image and sound. Today, CINEMA 4D users are free to create scenes without worrying about the size of objects or how many objects are in the scene, shaded settings, texture size, multipass-rendering or eye-catching particle systems.

Until the 1960s, film-making companies, many of whom owned studios, dominated the film industry. Artistes and technicians were either their employees or were contracted on a long-term basis. Since the 1960s, however, most performers went the freelance way, resulting in the star system and huge escalations in film production costs. Financing deals in the industry also started becoming murkier and murkier, since then. According to estimates, the Indian film industry has an annual turnover of Rs. 60 billion. It employs more than 6 million

people, most of whom are contract workers as opposed to regular employees. In the late 1990s, it was recognized as an industry.

More money impacted the perception, visual representation, and definitions of reality. Like any other media of mass communication, the themes are relevant to their times.

Thus, filmmaking became more expensive and riskier. As opposed to the time of the Gemini studios, when only 5 percent of a movie was shot outdoor, filmmakers often select overseas locations in order to create greater realism, manage costs more efficiently or source people and props. Filmmakers spend considerable time scouting for the perfect location.

Q.5. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করুন :— 20

কৌতুক হলো মানুষের, বস্তুর বা পরিস্থিতির সেই সামর্থ্য বা গুণ যা আমোদের অনুভব জাগিয়ে দেয়। এই শব্দটি বিনোদনের বা মানবিক সংযোগের বিশেষ ধরনের প্রতি ইঙ্গিত করে যা এমন অনুভব উদ্দীপিত করে যাতে মানুষ হাসতে বা সুখী বোধ করতে পারে।

সমালোচনা হলো বিচার বা তথ্যনিষ্ঠ ভাষ্যের ক্রিয়া। গঠনাত্মক সমালোচনা সংযোগের এক ধরণ যাতে কোনো ব্যক্তি অন্য আরেকজন ব্যক্তির ব্যবহারকে অকর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক ভাবে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করে। সাধারণতঃ এটা হলো কূটনৈতিক শিষ্টাচারের ধরণে অন্য এক ব্যক্তির সামাজিক ভাবে ভুল কাজ সংশোধন করা। অনুজ্ঞা বা অপমান এর উল্টো মেরুতে থাকা এই সমালোচনা 'গঠনাত্মক' কেননা শান্তিপূর্ণ ও মমতাময় দৃষ্টিভঙ্গিতে সংশোধনই এর অন্বিষ্ট।

সমালোচকের দ্বারা ব্যবহৃত 'বিদ্রূপ' এরকম আরেকটি পদ্ধতি। সাধারণতঃ তা বুদ্ধিদীপ্ত ও মজাদার হয়ে থাকে যদিও বিদ্রূপের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কৌতুক নয় — কোনো ঘটনা বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চাতুর্যপূর্ণ সমালোচনা।

সাহিত্যিক পরিভাষাগুলির মধ্যে বিদ্রূপ হলো সবচেয়ে যথাযথদের অন্যতম; সাধারণতঃ এর খুব সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে যা কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী বা ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গী বা সংস্থা বা সামাজিক অভ্যাস হতে পারে। যা-ই হোক, লক্ষ্যবস্তুকে ঠাট্টা-তামাসার বিষয় করে তোলা হয়।

যেহেতু প্রায়ই বিদ্রূপে ক্রোধ ও কৌতুক সম্পৃক্ত থাকে, তা খুব বেশি বিব্রত করতে পারে; আবার যেহেতু তা মূলতঃ শ্লেষাত্মক, যার মধ্যে আছে গুরুভার ও তীক্ষ্ণতম ব্যঙ্গের ধরণও, অনেক সময় তাকে ভুলও বোঝা হয়।

এটা হলো একটি শিল্পিত প্রকরণ যাতে মানবিক বা ব্যক্তিগত স্খলন, নির্বুদ্ধিতা, বিদূষণ এবং ত্রুটিসমূহ বিদ্রূপ, পরিহাস, প্যারডি, শ্লেষসহ বিভিন্ন আমোদজনক উপস্থাপনার মাধ্যমে ভর্ৎসনা করা হয়। কখনও কখনও উন্নতি সাধনই এর অন্বিষ্ট। সাহিত্য ও নাটক এর প্রধান মাধ্যম; অবশ্য অন্য সব গণসংযোগ প্রকরণ যেমন ছায়াছবি, ললিতকলা ও রাজনৈতিক কার্টুনের মধ্যেও এর উপস্থিতি রয়েছে। হোরেস বলেছিলেন, বিদ্রূপশিল্পী হলেন সেই নাগরিক জগতের মানুষ যিনি সর্বত্র নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ দেখেন; কিন্তু ক্রোধের বদলে তা তাঁর মধ্যে নম্র হাসি জাগিয়ে দেয়।

Q. 6(a) বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন :— 2×5=10

(i) সুয়ো। 2

(ii) কপট। 2

(iii) বিধি। 2

(iv) ক্ষয়। 2

(v) কৃশ। 2

Q. 6(b) বিশেষ্যকে বিশেষণে এবং বিশেষণকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করুন :— 2×5=10

(i) ঘর। 2

(ii) অরুণ। 2

(iii) অগ্র। 2

(iv) আণবিক। 2

(v) জাত। 2

Q. 6(c) বিশিষ্টার্থে বাক্যে প্রয়োগ করুন :— 2×5=10

(i) চোখের বালি। 2

(ii) কানকাটা। 2

(iii) গোবরগণেশ। 2

(iv) নাদুসনুদুস। 2

(v) মোটা ভাত মোটা কাপড়। 2

Q. 6(d) প্রতিটি শব্দের একটি করে প্রতিশব্দ লিখুন :— 2×5=10

(i) অন্ধকার। 2

(ii) শুশ্রূষা। 2

(iii) বিদ্যুৎ। 2

(iv) মেম। 2

(v) ঢেউ। 2